ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1024-1031
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.319

মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার আলোকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প

জ্যোতিস্মিতা চক্রবর্ত্তী, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 22.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

Values may be understood as the patterns of behaviour, conduct, and personality traits characteristic of people in a particular era. They are intrinsically linked with the humane consciousness of individuals. We know that animals cannot transcend their physical limitations, but human beings seek to move beyond such boundaries and attain a higher dimension beyond mere physical existence—this higher dimension is what we call values. In the post-Second World War period, the negative impact on the socio-economic sphere led, in many cases, to the erosion and suppression of individual values. In literary works where human life is shaped and stirred by socio-economic contexts, the emergence, transformation, evolution, and crisis of individual values are vividly portrayed. The diverse representations of values are also evident in modern Bengali short stories. For analytical convenience, the discussion of values in Sunil Gangopadhyay's short stories is divided into three stages: the evolution of individual values, the revelation of individual values, and the crisis of individual values. The crisis of values may further be understood in terms of conflicts arising from socio-economic conditions and interpersonal tensions, conflicts between the individual and the surrounding environment, and inner conflicts between the individual's inner self and the external world. In this article we see that Sunil Gangopadhyay, in his short stories, portrays both the moral decay of the upper-class society and the ethical framework of the middle class. At the same time, he highlights the crisis of values while also suggesting the possibility of overcoming it. Through themes of modern disillusionment, meaninglessness, and the erosion of values, he presents—through a contemporary lens—the looming crisis of a dark and uncertain future.

Keywords: Values, Crisis, Conflict, Individual, Consciousness, Transformation

বিশ শতক হল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অস্থির এক সময়। দেশভাগের যন্ত্রণা, খণ্ডিত স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রতি মুহূর্তে জীবনের প্রতি স্বপ্নগুলোকে চুরমার করে দিয়েছে। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ষাটের দশকে যাঁরা পাঠকমননে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, মতী নন্দী, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, দিবেন্দ্যু পালিত প্রমুখ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এই সময়ের একজন জনপ্রিয় লেখক। তিনি প্রথম জীবনে কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, পরবর্তীতে একাধারে যেমন জনপ্রিয়

ঔপন্যাসিক, ভ্রমণ সাহিত্যিক তেমনি একজন গল্পকারও। তাঁর জন্ম ১৯৩৪ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশের ফরিদপুরে। দেশভাগের কাছাকাছি সময় থেকে উত্তর কলকাতায় তাঁর বসবাস শুরু। তাঁর ছোটোবেলায় বই পড়ার অভ্যেস তৈরি হয় মায়ের থেকে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সুনীল বিদ্যালয় জীবনের শেষপ্রান্ত থেকে টিউশনি পড়ানো শুরু করেন। ১৯৫৩ সালে রমাপদ চৌধুরী সম্পাদিত 'ইদানিং' পত্রিকায় তাঁর 'বাঘ' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি প্রায় ৩০০ টিরও বেশি গল্প লিখেছেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনের ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মূল্যবোধের রূপান্তর, সংকট এবং নতুন মূল্যবোধের উদ্ভাসন কীভাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে প্রতিফলিত হয়েছে তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করব।

'মূল্যবোধ' বলতে কোনো একযুগের মানুষের নিজেদের আচার-আচরণ, ব্যক্তিত্বকে বলা যেতে পারে। মানুষের মানবিক সত্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত তার মূল্যবোধ বা মূল্যচেতনা। 'value' কথাটির উৎস ল্যাটিন শব্দ 'valuere' থেকে, যার অর্থ 'to be strong, to be worthy'। আমরা জানি পশুরা দৈহিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে না। কিন্তু মানুষ এই গণ্ডি পেরিয়ে শারীরিক যথার্থতার উপরে উঠে এক অন্য মাত্রা পেতে চায়, যা হল মূল্যবোধ।

> "মূল্যবোধ শ্বাশত বা চিরন্তন নয়। আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ও প্রয়োজনে মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। সেই আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে। বাস্তবের সেই পরিবর্তনগুলি শিল্পের মধ্যেও প্রতিবিম্বিত হয়।"[১]

মূল্যবোধ প্রতিটি একক মানব সত্তার নিজস্ব অন্তর্নিহিত চেতনা। অ্যারিস্টটল যে ব্যক্তিক মূল্যবোধের কথা বলেছিলেন, দীর্ঘদিন পর স্যাঁত্রেও আধুনিককালে 'Existential Situation' এর মধ্যেও সেই 'Individual Value' র কথা বলেছেন। ব্যক্তির মূল্যবোধ বৃহত্তর ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধে সঞ্চারিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে আর্থ-সামাজিক স্তরে যে নেতিবাচক প্রভাব পরে, তাতে ব্যক্তির মূল্যবোধ পদদলিত হয়েছিল অনেক ক্ষেত্রেই। যে সাহিত্যশিল্পে আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে মানুষের জীবন আলোড়িত হয়েছে, সেখানে ব্যক্তির মূল্যবোধের আবির্ভাব, পরিবর্তন, রুপান্তর ও সঙ্কটের চিত্র ফুটে উঠেছে।

> "ব্যক্তির উপর সামাজিক চাপ যত বাড়তে লাগল সামাজিক মূল্যবোধ ততই ব্যক্তির জীবনে অনাবশ্যকভাবে ভারী হয়ে উঠল। ব্যক্তি মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং অভিজ্ঞতার থেকে মূল্যবোধের উদ্ভব।"[২]

আধুনিক বাংলা ছোটোগল্পেও মূল্যবোধের এই বিবিধ চিত্র দৃশ্যমান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে মূল্যবোধ প্রসঙ্গটিকে আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

ক. ব্যক্তির মূল্যবোধের উত্তরণ
খ. ব্যক্তির মূল্যবোধের উদ্ভাসন
গ. ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকট

আবার মূল্যবোধের সংকটকেও তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন:

১. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মূল্যবোধের সংকট।
২. প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাতে উৎপন্ন হওয়া মূল্যবোধের সংকট।
৩. আত্মদ্বন্দ্ব অর্থাৎ ব্যক্তির অন্তর জগতের সঙ্গে বহির্জগতের দ্বন্দ্ব, তা থেকে উদ্ভুত মূল্যবোধের সংকট।

ক. ব্যক্তির মূল্যবোধের উত্তরণ:

ব্যক্তির জীবনে কোনো ঘটনা কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির সহচর্য, ব্যক্তির পূর্বতন চরিত্রে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত করে। ফলে একজন আপাত সাধারণ ব্যক্তির মূল্যবোধ উন্নীত হয় একটি নতুন স্তরে। মূল্যবোধ রূপান্তরের এই ঘটনাটি দেখা যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কিছু ছোটোগল্পে। যেমন: 'বিজনের বেঁচে থাকার উদ্দ্যেশ্য' গল্পে তথাকথিত উচ্চবিত্ত প্রশান্তনয়ন যিনি আত্মকেন্দ্রিক, অভিমানী একজন পুরুষ চরিত্র। বিজনকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেললেও তিনি প্রথমে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। যদিও গল্পের পরবর্তীতে গিয়ে আমরা জানতে পারি, ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার ঘটনাটি তিনি ভালোই মনে করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করে মিথ্যে বলেন।

> "-আমি; কাল দুপুরে? অ্যাবসলিউটলি ননসেন্স। আমি কাল দুপুরে কারুকে কোনও ধাক্কা দিইনি, তা আমার মনে থাকত।"[৩]

গল্পের শেষভাগে আমরা এই দাম্ভিক, আত্মকেন্দ্রিক প্রশান্তনয়নের এক সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখি। যেখানে সে নিজের দোষ স্বীকার করে এবং খানিক অনুতপ্তও বটে। সুতরাং, এই গল্পে প্রশান্তনয়ন চরিত্রটির মূল্যবোধের এক সার্বিক উত্তরণ ঘটেছে, যা অন্য একটি ব্যক্তির বাহ্যিক ব্যবহার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

'ব্যর্থ প্রেমিক' গল্পে দেখা যায়, প্রধান চরিত্র মনিময় বারবার বিবাহিত প্রেমিকার ফ্ল্যাটে যায়। সেখানে সে অবাঞ্ছিত এবং অবহেলিত। অতিথি হিসেবে কোনো রকম সমাদরই তার জোটে না। মুখ বুজে এই অপমান সহ্য করার তার একটিমাত্র কারণ, সে জানতে চায় কেন অনীতা যোগাযোগ বন্ধ করেছিল। কোন দোষে তাকে বিয়ে করতে চায়নি অনীতা- এ প্রশ্ন যেন তাকে সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়াত। তবে মনিময়ের মধ্যে মূল্যবোধ অবশ্যই ছিল। সে কারণেই সে অনিতার কোনো ক্ষতি করতে চায় না, এমনকি অনীতার সংসার ভাঙতেও চায় না। এরপর অনীতা জানায়, সে মনিময়ের পরিবারে নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করে পিছিয়ে আসে, কারণ কুলাটা মেয়েকে মনিময়ের মা নাও সম্মতি দিতে পারে। অনীতা বুঝতে পেরেছিল, এতে তাদের যৌথ পরিবারের আনন্দময় পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে। দীর্ঘ কয়েক বছর পর একথা জানতে পেরে-

> "মনিময় স্তব্ধ হয়ে রইল। তার শরীরটা কাঁপছে। সে হঠাৎ বুঝতে পেরেছে। অনীতা তার চেয়েও অনেক বড়।"[৪]

অনীতার এই পদক্ষেপে দীর্ঘদিনের মর্মাহত, বঞ্চিত এবং হতাশ মনিময় একক সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্পর্ক ভেঙে ফেলা অনীতাকে নিজের থেকে এক উচ্চতর ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করতে পিছুপা হয় না। এখানেই ঘটে তার মূল্যবোধের উত্তরণ।

'প্রথম মিথ্যে' গল্পে চন্দ্রা পল্লবকে বিনা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে, যা আমুল পরিবর্তন ঘটায় পল্লবের জীবনে। যদিও এসব আবেগ বিন্দুমাত্র ছোঁয় না তার মনকে। তবে জীবনের পরবর্তীকালে এই ঘটনা তার মনে দাগ কাটে। সে প্রকৃতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধের উত্তরণ ঘটায়-

> "চন্দ্রার শরীর কাঁপছে, ঠোঁট কাঁপছে। সে হাত জোড় করে কদমগাছের উদ্দেশ্যে ফিসফিস করে বললো, ছেলেমানুষ ছিলাম, বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি, একদিন তোমার ফুলকে যোগ্য মর্যাদা দিই নি, সেজন্য ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো!"[৫]

খ. ব্যক্তির মূল্যবোধের উদ্ভাসন:

মূল্যবোধের উদ্ভাসন মেঘলা আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মতো। সম্পূর্ণ মূল্যবোধের রূপান্তর যেখানে ব্যক্তিকে মননে ও বিচারে তার আগের স্থান থেকে উন্নীত করে, মূল্যবোধের উদ্ভাসন সেক্ষেত্রে এক নতুন ধারা তৈরি

করে। 'বিশ্বাসঘাতক' গল্পে দানু একজন ডাকাত ও নারীর সম্মান হরণকারী। মেয়েদের দেখলে তার কাজ ফেলে ভোগ করবার কামনা জন্মায়। এমনকি সে তার নিজের দাদার রক্ষিতা পারুলের মুখ বেঁধে রেখে অত্যাচার করতেও পিছপা হয়নি। এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে, দানুর মনে স্ত্রীলোকের প্রতি বিন্দুমাত্র সম্মানের কোনো জায়গা নেই। কিন্তু সেই দানুই গল্পের পরবর্তী অংশে পারুলের প্রলোভনে সাড়া দেয় না। গল্পের শেষভাগে আমরা জানতে পারি, দানু এক অতি সাধারণ চাকচিক্যহীন মেয়ের প্রতি দায়বদ্ধ হয়েছে। যার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার পর সে আর অন্য নারীর স্পর্শ পর্যন্ত গ্রহণ করছে না।

> "অমন মেয়ে ঢের ঢেড় গড়াগড়ি যাচ্ছে! ওই তো দুটো রোগা হাত আর এইটুকুনি মাথা – তবু ওর জন্যই আমার মাথা ঠিক নেই, মাথায় ভূত চেপেছে আমার! শালা, এত মেয়েছেলে ঘাঁটলুম! শেষকালে এখন আমাকে ফ্যাক্টরিতে চাকরি নিতে হবে, ওফ! কিন্তু পারি না যে, ওর রাগ দেখলে এমন ভয় পাই...রোজ বেরুবার সময় বলে, যা কথা দিয়েচো মনে থাকে যেন-"[৬]

ডাকাত-ধর্ষক দানু পারুলকে ছোঁয় না, সে বেড়িয়ে যায় সমস্ত ঋণ শোধ করে, শুধুমাত্র একটি মেয়েকে কথা দিয়েছে বলে। শূন্য মূল্যবোধের বাহক দানুর মনে উদ্ভাসিত হয় সম্পর্কের সন্মান প্রদানের মূল্যবোধ।

'মা' গল্পে দেখা যায় দীপ যখন বাড়ি ফেরার জন্য আকুল হয়, তখন তার সহকর্মী লিন্ডা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা তার ভাবনার গভীরতা। সে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করে দীপের দেশে ফেরার কারণ সম্পর্কে। আসলে তার কাছে শুধুমাত্র নিজের মা কে দেখার জন্য মার্কিন-মুলুকের লোভনীয় চাকুরী ছেড়ে দেওয়াটা খুব আশ্চর্যজনক। যদিও দীপের মুখে তার মা সম্পর্কে যাবতীয় বৃত্তান্ত শোনার পর লিন্ডার মনে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সেদিন দীপের মুখে তার মায়ের কথা শুনে লিন্ডা বাড়িতে গিয়ে খুব কেঁদেছিল। তার চেতনাকে পরিবর্তন করে দীপের এই মার্তৃভক্তি-

> "-সেদিন তুমি তোমার মায়ের কথা বললে! আমি জানি, ইন্ডিয়া গরিব দেশ! এখানে তুমি ভাল চাকরি করতে, দেশে গিয়ে এরকম আরামে থাকতে পারবে না। তোমার অনেক কষ্ট হবে। তবু তুমি সব ছেড়ে চলে যাচ্ছো তোমার মায়ের জন্য। তোমার মায়ের কাছে থাকবে বলে। এটা আমার চেতনাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে!"[৭]

লিন্ডার এই পরিবর্তন মূল্যবোধের এক উদ্ভাসনই বলা চলে, যা অপর একটি ব্যক্তির ভাবধারা থেকে অনুপ্রানিত।

'মূল্যবোধ' গল্পে রজত একজন মদ্যপ, নারী শরীরে আসক্ত, মূল্যবোধহীন পুরুষ। সে মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবে না। সে মনে করে টাকা দিলে পৃথিবীতে সবকিছু কেনা যায়, এমনকি মানুষের মান-ইজ্জতও। টাকার চেয়ে বেশি মুল্যের যে মানুষের জীবন, মন, মূল্যবোধ- তা সে ভাবতেই পারে না। এই নিম্ন মানসিকতার মানুষ রজত একরাতে মদ্যপ অবস্থায় যখন কোনো এক নিম্নবিত্ত পরিবারের সেবায় জেগে ওঠে, মানুষগুলোর দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতা দেখে তার মনেও এক মূল্যবোধের উদ্ভাসন ঘটে। যার কারণে সে টাকা-পয়সা ভর্তি থলে জেনে বুঝে ফেলে আসে খাটিয়ার নিচে। এখান থেকে তার মূল্যবোধের উদ্ভাসনের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ. ব্যক্তির মূল্যবোধের সংকট:

বাংলা কথাসাহিত্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আবির্ভাব পঞ্চাশের দশকের এমন একটা সময়ে, যখন রাজনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকে সামগ্রিকভাবে দেশের পটপরিবর্তন শুরু করেছে, ভাঙন ধরতে শুরু

করেছে। অর্থনৈতিক সংকটের জন্য চারিদিকে হতাশা, অবক্ষয় দেখা যায়। সর্বস্ব হারিয়ে যে একদল বিপন্ন মানুষ জীবন সংগ্রামের সম্মুখীন, তাদের মূল্যচেতনা দ্বিধান্বিত হয়ে পরে। এই সময়কে বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করে বেশ কিছু গল্প তিনি রচনা করেছেন, যেখানে মূল্যবোধের সংকটের ছবি ফুটে উঠেছে।

১. আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে মূল্যবোধের সংকট:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলা সমাজে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, ব্যক্তিস্বাধীনতার হরণ, শোষণ ও নিপীড়ন মানুষের মূল্যবোধকে অনেক বড়ো আঘাতের সম্মুখীন করে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক ছোটোগল্পে ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির এই অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। 'যা চলছে' গল্পে শ্রীপতি রায় একজন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী মানুষ। সাধারণত অর্থনৈতিক উপায়ে যারা পয়সা উপার্জন করে, সরকারি অধিকারিকদের হাতে রাখাটা তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। তাই মাঝে মধ্যে যখন পুলিশের দারোগা বা বি.ডি.ও গ্রামে আসে তখন তারা শ্রীপতি রায়ের বাড়িতেই ওঠে। এমত অবস্থায় শুধুমাত্র বাবুদের আবদারের ও বায়নার খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে সে নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে পরপুরুষের হাতে তুলে দিতেও পিছুপা হয়না। কেননা অর্থপিপাসু শ্রীপতি রায়ের কাছে বিবাহবন্ধন অপেক্ষা অর্থ সঞ্চয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উচ্চপদস্থ সরকারি অধিকারিকদের স্খলিত চরিত্র এক্ষেত্রে শ্রীপতি রায়ের মতো ব্যবসায়ীর মুল্যবোধকে হত্যা করেছে।

'অনুসূয়ার প্রেম' গল্পে অভিজিৎ সেন অনুসূয়ার থেকে তার প্রত্যাশিত প্রেম না পেয়ে এক উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন করে, যার মাশুল দিতে হয় অন্য মানুষদেরও। পার্টিতে মদ্যপ অবস্থায় একজন মহিলাকে অপমান করতেরও পিছপা হয় না সে। মদ্যপ অবস্থায় নির্বিচারে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসে, ভাবে না তার এই হঠকারীতার মাশুল অন্যেরা কেন দেবে?

> "সেখানেই আকণ্ঠ মদ্যপান করে মধ্যরাত্রের পর একা গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। গৃহস্বামী অনেক অনুরোধ করেছিল সেখানেই থেকে যেতে। কিন্তু ওই যে অভিদার জেদ? তাতে কে আটকাতে পারে। মাথা উঁচু করে বলেছিলেন, আমি ঠিক আছি, আমার নেশা হয় নি।"[৮]

তাহলে দেখা গেল, এখানে মূল্যবোধের অবক্ষয় অপর একটি ব্যক্তির কর্মের দ্বারা প্রভাবিত।

'হারাধনের বৈঠকখানা' গল্পে পিতার প্রতি তার পুত্র ও পুত্রবধূর অবজ্ঞা মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দৃশ্যটা আরও স্পষ্ট করে। যে বাবা তাকে বড়ো করেছে, তার প্রতি ছেলের অবহেলা স্পষ্ট। বাবা প্রয়োজনে টাকা চাইলে যে পুত্র তা দিতে অস্বীকার করে, তার নুন্যতম মূল্যবোধ নেই বললেই চলে। গল্পের পরবর্তী অংশে এই হারানো মূল্যবোধ আরও প্রগাড় হয়ে ওঠে যখন তারা বৃদ্ধ পিতাকে খাবার দিয়ে ডাকে না, এমনকি রাতে না খেলে খোঁজও রাখার প্রয়োজন মনে করে না।

২. প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাতে উৎপন্ন হওয়া মূল্যবোধের সংকট:

প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সবসময় গল্প ও তার চরিত্রের অনুকূলে বয় না। প্রতিকূলে প্রবাহী পরিপার্শ্ব থেকে উৎপন্ন হয় মূল্যবোধের সংকট।

'পোষা হাঁসের ডিম' গল্পে দেখা যায় বিত্তশালী আয়োজকদের বিরুদ্ধে জুরি সদস্যদের পরোক্ষ নিঃশব্দ আন্দোলন খাবার নষ্ট করার মধ্য দিয়ে।

> "বরুণ লক্ষ্য করেছে, প্রত্যেক জুরিই যতটা খেতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি খাবার নেয়। একটা অতবড় চিংড়িই খেয়ে শেষ করা যায় না, চায় দুটো চিংড়ি। বাকিটা নষ্ট করে। যেন প্রতিহিংসার বশে বেশি বেশি খরচ করিয়ে আনন্দ পাওয়া।"[৯]

ভারতবর্ষের মতো এক উন্নয়নশীল দেশে যেখানে সিংহভাগ মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে অবস্থান করে, সেখানে অন্যদের অন্ন দান করা না হোক, যদি নিজের খাবারটুকুকে সন্মান জানানো হয়, নষ্ট না করে, তা এক উচ্চতর মূল্যবোধের পরিচয়। অথচ এই গল্পে আমরা তথাকথিত দর্শন-সর্বস্ব গণমাধ্যমগুলির ও তার মানুষজনের ক্রমহ্রাসমান মূল্যবোধের পরিচয় পাই। গল্পের পরবর্তী অংশে দেখি সময় ও চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে নারকেল গাছগুলিকে।

'বুড়োর দোকান' গল্পে সুট-টাই পরিহিত তিনজন বাবু শ্রেণির ছোকরা-র বর্ণনা পাই, যারা যথেষ্ট বিত্তশালী হলেও পতিতাপল্লীর পার্শ্ববর্তী এক সস্তা দেশি মদের ঠেকেই মদ্যপান করে। তারা জীবনে সফল হলেও কোনো এক অজানা কারণে পারিপার্শ্বিকের বশবর্তী হয়ে কুরুচিকর কার্যে লিপ্ত হয়।

> "তিনজনেরই বয়স তিরিশের এদিক ওদিক। বেশ ফূর্তিবাজ ধরনের। টাই-বাবুটি কোনো অফিসে বড় কাজ করে, অন্য দু'জনও এলেবেলে নয়। সার্থকতার পথ তাদের চরিত্রে এক ধরনের ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। তবু সার্থকতার প্রতি খানিকটা বিদ্রোহ দেখাতেই বোধহয় এরা এই বে-আইনি অতি সস্তার মদের দোকানটাতে আসে।"[১০]

'যে কোন মূল্যে' গল্পে পূর্ণ ভাগ্যবশত একটি বই পেয়ে যায় ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে। সেটা সে চুরি করে। তবে এরকম অনৈতিক কাজ সে আগে কখনো করেনি।

> "চট করে পাঞ্জাবিটা তুলে পেটের কাছে পাজামার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল বইটা। দিয়েই তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো এরকম কাজ সে কখনো করেনি।"[১১]

লীনার উপস্থিতিতে সুরঞ্জনের করা অপমান তার এই অনৈতিক কাজকে যুক্তিগতভাবে ঠিক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে পূর্ণর মন। পূর্ণর একাকীত্ব, স্ত্রী বিয়োগ যে পারিপার্শ্বিক শূন্যতা তৈরি করে, তা তার মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য সরাসরি দায়ী। স্ত্রী বিয়োগের পরে তার নিজ বাসস্থানকে একটা হোটেলের ঘর ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। শুধু মূল্যবোধের সংকট নয়, এই অনৈতিক কাজ করে তার মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তির উদ্রেক ঘটে যা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

৩. আদ্বন্দ্ব অর্থাৎ অন্তর জগতের সঙ্গে বহির্জগতের দ্বন্দ্ব, তা থেকে উদ্দ্ভুত মূল্যবোধের সংকট:

'বাসনা' গল্পে জগদিন্দ্র নিজের কন্যাসম পুষ্পময়ীকে পুত্রবধূ করতে রাজি হননি, নিজের কামারিপুর বশবর্তী হয়ে।

> "এক কোমর জলে দাঁড়ানো সেই কন্যার ঝলমলে যৌবনের দিকে কয়েক পলক তাকিয়েই জগদিন্দ্র কামমোহিত হয়েছিলেন, তাঁর পৌরুষ দপ করে জ্বলে উঠেছিল, তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য।"[১২]

শুধুমাত্র নিজের রিপুর তাড়নায় দুটি মানুষকে এক হতে না দেওয়া এক চরম মূল্যবোধের অবক্ষয়ের পরিচয় দেয়।

'কে অপরাধী' গল্পে অমরনাথের নিজের ছেলের প্রতি বিনা কারণে সন্দেহ প্রকাশ, অবিশ্বাস জ্ঞাপন এবং পরবর্তীতে নিজের ভেতরে তৈরি হওয়া অন্তর্দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের সংকটের চিত্রাঙ্কন করে। কোর্টের শমন এলে প্রথমেই তার নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত হয়। তার ছেলের দেরি করে বাড়ি ফেরা তার মনে সন্দেহের উদ্রেক ঘটায়। তার সন্দেহ আরও প্রবল হয়ে ওঠে ছেলের গোপন ব্যবসায় জড়িয়ে পরার অলিক কল্পনায়। গল্পের শেষে জয়দীপের অপরাধ ভুল প্রমাণিত হলেও তার বাবার দ্বন্দ্ব কাটেনা। তাই জয়দীপকে তিনি জড়িয়ে ধরলেন ঠিকই, কিন্তু তাতে কোনো আন্তরিকতা ছিলনা।

'টেলিগ্রাম' গল্পে সুবিমল পিয়নের থেকে টেলিগ্রাম গ্রহণ করেও তা খুলে পড়তে পারে না। আর্থ-সামাজিক সংকটে লড়াই করতে করতে খড়কুটোর মতো পাওয়া চাকরিটা সে হারাতে চায় না। সম্ভাব্য পারিবারিক সংকট তার চাকরির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে ভেবে সে চিঠি পড়তে পারে না। পরিবারে নেমে আসা বিপর্যয়ের তুলনায় তার কর্মজীবনের নিশ্চয়তা বেশি জরুরি। বাড়ি থেকে আসা দুঃসংবাদের পূর্বাভাস পেয়েও সে শুধুমাত্র নিজের চাকরি নিয়ে ভাবে, একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের শিকার হয় সে, যাতে তার মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পে উচ্চবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের পচন যেমন দেখিয়েছেন আবার মূল্যবোধের নৈতিকতার আলোকে মধ্যবিত্ত সমাজকে দেখিয়েছেন, তেমনি মূল্যবোধের সংকট এবং সংকট থেকে উত্তরণের আশাও জাগিয়েছেন। আধুনিক জীবনের অবসাদ, অর্থহীনতা, মূল্যবোধের ক্ষয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানের চোখ দিয়ে আসন্ন ভবিষ্যতের অন্ধকারময় সংকটের পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. লাহা, চিত্তরঞ্জন। ২০০৭। মূল্যবোধ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস। পুস্তক বিপণি: কলকাতা, পৃ. ১।
২. চক্রবর্তী, সাবিত্রী নন্দ। ২০১৯ (১ম সং)। আধুনিক বাংলা ছোটগল্প মূল্যবোধের সংকট। করুণা প্রকাশনী: কলকাতা, পৃ. ১২।
৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৯ম মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র (খণ্ড ১)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা, পৃ. ১৬৩
৪. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৬ষ্ঠ মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র (খণ্ড ২)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা, পৃ. ১৪৫।
৫. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৩য় মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র (খণ্ড ৪)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা, পৃ.৩১
৬. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৯ম মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র (খণ্ড ১)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা, পৃ. ২৩০-২৩১।
৭. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৩য় মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র (খণ্ড ৪)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা, পৃ. ১৭৭।
৮. তদেব। পৃ .২৯২।
৯. তদেব। পৃ. ১৫৩।
১০. তদেব। পৃ. ৩০৯।
১১. তদেব। পৃ. ৭৭।
১২. তদেব। পৃ. ১৯৭-১৯৮।

আকর গ্রন্থ:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৯ম মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র(খণ্ড ১)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা।
২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৬ষ্ঠ মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র(খণ্ড ২)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা।

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। ২০২০ (৩য় মুদ্রণ)। গল্পসমগ্র(খণ্ড ৪)। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। ১৯৯৮। সাহিত্যে ছোটোগল্প। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ: কলকাতা।

২. গিরি, রত্নদ্যুতি। ২০০৯। ছোটগল্পের অন্তর-জগৎ। ক্রিয়েটিভ পাব্লিকেশন: কলকাতা।

৩. ঘোষ, ব্যাসদেব। ২০১৯। বাংলা ছোটগল্পে বৃত্তিজীবির সংকট (১৯৭০-২০০০)। অক্ষর প্রকাশনী: কলকাতা।

৪. চক্রবর্তী, সাবিত্রী নন্দ। ২০১৯। আধুনিক বাংলা ছোটগল্প মূল্যবোধের সংকট। করুণা প্রকাশনী: কলকাতা।

৫. চক্রবর্তী, সুমিতা। ২০২১। ছোটগল্পের বিশয়-আশয়। পুস্তক বিপণি: কলকাতা।

৬. চৌধুরী, ভূদেব। ২০০০। ছোটোগল্পের কথা। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি: কলকাতা।

৭. দাশ, শিশিরকুমার। ২০২২। বাংলা ছোটগল্প। দে'জ পাবলিশিং: কলকাতা।

৮. পাল, শ্রাবনী (সম্পা.)। ২০০৮। বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা বিশ শতক। পুস্তক বিপণি: কলকাতা।

৯. মিত্র, মঞ্জুভাস। ২০১৩। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য। প্রতিভাস: কলকাতা।